জন্মদিন

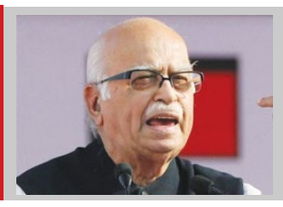

লালকৃষ্ণ আদবানি
১৯২৭
করাচি

ঊষা উত্থুপ
১৯৪৭
মুম্বই

ঋষিকে নিয়ে স্বস্তি ঋদ্ধিমার

বাবা একদম ঠিক আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু নেই। অন্তত আমি তো চিন্তিত নই মোটেও। তাঁর কিছু রুটিন চিকিৎসা চলছে। এই প্রথম ঋষি কাপুরের স্বাস্থ্য নিয়ে মুখ খুললেন কন্যা ঋদ্ধিমা।

রোমান্টিক নন অভিষেক

অভিষেক বচ্চনের কোনো নায়িকা নেই। না না, আগামী ভবিষ্যতে নয়, বরং অনুরাগের ছবিতে। চারটি গল্পে অভিষেককে নিয়ে যে গল্পটি, সেখানে কোনো রোমান্টিক অ্যাঙ্গেল নেই। তাই তাঁর শুটিংটাই আগে চলছে।

তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৮ নভেম্বর ২০১৮ সাত

ব্র্যান্ডের নাম বলিউড

বিজ্ঞাপনে অ্যাপিলের দিক দিয়ে সবার আগে বাজি মেরে যাচ্ছেন অমিতাভ বচ্চন। ৭৫ বছর পার করেও সারা দেশে একনম্বর নাম, যাঁর কাঁধে ভরসা করে যে কোনো ব্র্যান্ড তরতরিয়ে চলে। গত ১০ বছরে তাঁর প্রায় কুড়িটার মতো ছবি বেরিয়েছে। এতগুলো ছবির মধ্যে মাত্র ছ-টা বা সাতটা মেরেকেটে হিট। তাতেও কোল্ডক্রিম থেকে সাবান, মিউচুয়াল ফান্ড থেকে ব্যাংক, মাথার তেল থেকে পাওডার কোথায় তিনি নেই! এমনকি ছোটো পর্দার মেগা শো-তেও এখন আর কেবিসি-র সেই আগের গরিমা নেই। একতা কাপুরের সিরিয়াল তাঁর টিআরপি মেরে দেয়। করণ জোহরের শো তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। তবুও এ দেশের সেরা ব্র্যান্ড হিসেবে অমিতাভকে কেউ পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে না। বিজ্ঞাপনদাতাদের আস্থা তাঁর উপরই সবচেয়ে বেশি। আর বৈচিত্র্যের দিক থেকেও অমিতাভই সবচেয়ে এগিয়ে। বলিউডের সাম্প্রতিকতম হিসেব বলছে, ব্র্যান্ড বচ্চনের কাঁধে অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি হাজার কোটি টাকা ভর দিয়ে রয়েছে। ফিল্ম, টিভি শো, এনডোর্সমেন্ট সব মিলিয়ে রয়েছে এই হিসেবটা। এ দেশ তো বটেই, বিদেশের কোনো মহাতারকার কাছেও এই অঙ্কটা ভীষণ ঈর্ষণীয় এবং অবিশ্বাস্য।

কিন্তু কেন? এত ধরনের বিজ্ঞাপনে একমাত্র এই মুখটাই কেন? মুম্বইয়ের এক নামি বিজ্ঞাপন সংস্থা মোগা মিডিয়ার চেয়ারম্যান সন্দীপ গোয়েল বলছেন, 'যদিও অমিতাভ ওভার এক্সপোজড্, তবুও তিনি অত্যন্ত নিরাপদ বাজি। মানুষের কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতার শেষ নেই। যতটা উচ্চতা, ততটাই গ্র্যাভিটি অমিতাভের। তাই যে কোনো ধরনের ব্র্যান্ডই হোক না কেন, অমিতাভকে দেখে দেখে দর্শক ক্লান্ত হয় না কখনোই।'

অমিতাভ আর শাহরুখ। এই দুই কাঁধ মিলে এ দেশের বিজ্ঞাপন সাম্রাজ্যের অন্তত ষাট শতাংশ ধরে ছিলেন একটা সময়। সুতরাং ভারতে অমিতাভের পরেই দ্বিতীয় নামটা শাহরুখ খান। তবে প্রথমজনের বিজ্ঞাপনী কেরিয়ার এখনও মধ্যগগনে থাকলেও বয়সে জুনিয়র শাহরুখ খান কিন্তু একের পর এক বিজ্ঞাপন থেকে কমছেন। অমিতাভের মতো এত না হলেও তাঁরও বৈচিত্র্য কিছু কম ছিল না। ট্যালকম পাওডার থেকে নানা ধরনের অ্যাপ হয়ে ঘড়ি, গাড়ি, ড্রিঙ্ক, মোবাইল ইত্যাদি অজস্র সম্ভার।

তবে তফাৎ হল, অমিতাভের মতো ফেলে আসা নায়কের চেয়ারেই। বরং বিজ্ঞাপনে একান্ত অনাগ্রহী আমির খান তাঁকে টপকে সরকারি বিজ্ঞাপনের আস্থা হয়ে বসে আছেন সেই কবে থেকেই। যে কোনও সরকার হোক না কেন, আস্থা কিন্তু সেই একই।

> অমিতাভ ওভার এক্সপোজড্ হলেও অত্যন্ত নিরাপদ বাজি। মানুষের কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা অসীম। তাই যে কোনো ব্র্যান্ডই হোক না কেন, অমিতাভকে দেখে দর্শক ক্লান্ত হয় না। বলিউড এনডোর্সমেন্টের সুলুকসন্ধানে মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ শেষ পর্ব

সর্বজনগ্রাহ্যতা যেহেতু শাহরুখ খানের নেই, তাই সরকারি প্রকল্পের মুখ হতে পারেননি শাহরুখ। আর এখানেই সেরা বাজিটা মেরে বসে আছেন অমিতাভ বচ্চন। সরকারি প্রকল্পের মুখ হওয়া মানে দেশের প্রতিটা কোণায় তাঁর সমান চাহিদা। তাঁর উপর সমান আস্থা। কারা ঠিক এই চাহিদাটা পূরণ করছেন, তা দেখেই বেসরকারি ব্র্যান্ডগুলোও এগিয়ে আসে তাঁদের দিকে। শাহরুখ খান তাই উচ্চবিত্ত ঘরানাতেই আটকে আছেন। সেই ব্র্যান্ডগুলোর কাছেই আটকে আছেন। আর তাতে মুশকিল হল, চেন্নাই এক্সপ্রেস-এর পর তাঁর ছবির পড়ন্তবেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ঘাটতিও বাড়তে থেকেছে। এখন বিজ্ঞাপনের বাজারে তাঁর ঘাটতি মিটিয়ে দিচ্ছেন বিরাট কোহলি। উল্কার বেগে তাঁর উত্থান। এমনকি পাল্লা দিয়ে উঠে আসছেন অক্ষয়কুমার এবং রণবীর সিং-ও। তার মানে, ছবি হিট না হলেও ব্র্যান্ড অমিতাভ এখনো সমাজের অভিভাবক। কিন্তু শাহরুখ খান আটকে রয়েছেন সেই একই।

এখানে একটা কথা খুব অস্বাভাবিক নয় কি? শাহরুখ খান বিদেশে বলিউডের মুখ হলেও দেশের বিজ্ঞাপনী বাজারে তাঁর সর্বজনগ্রাহ্যতা নেই কেন?

ব্র্যান্ড বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শাহরুখ খান আটকে আছেন তাঁর রোমান্টিক নায়ক ইমেজেই। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে। এখন ৫৩ বছরের নায়ক আর রোমান্টিকে জমাবেন কী করে! ফলে তাঁর নিজস্ব ইমেজ ক্রমেই পশ্চিমের সূর্যের মতো। ডিয়ার জিন্দেগি, ফ্যান ইত্যাদি ছবি দিয়ে ইমেজ ঘোরানোর চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে কুছ কুছ হোতা হ্যায়-এর শাহরুখকে সেই বদলানো ইমেজে দর্শকরা ঠিকমতো নিচ্ছে না। আর এর প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ছে তাঁর ব্র্যান্ড ভ্যালুর উপর। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের উপর।

আমির তাঁর রোমান্টিক নায়কের বয়স থাকতে থাকতেই পুরোদস্তুর কমার্শিয়াল থেকে কনটেন্টের দিকে সরে আসতে পেরেছেন সাফল্যের সঙ্গে। তাই তাঁর ব্র্যান্ড নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই কারও। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, বিজ্ঞাপনে তাঁর উপস্থিতি যৎসামান্য। নিজে সরে থাকেন। তবু ব্র্যান্ড হিসেবে তিনি দারুণ পোক্ত, এ কথা প্রমাণিত বহুবার।

অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের প্রতি সলমন খান নিজে তেমন মনোযোগী নন। তাই কমার্শিয়াল বাজার তাঁর সুপারহিট থাকলেও এনডোর্সমেন্টের দিকটা কিছুটা যেন অবহেলা সল্লু মিঞার। বরাবরই।

সুতরাং ব্র্যান্ডের বাজারে টক্করটা শাহেনশাহ অমিতাভ বনাম বাদশাহ শাহরুখ। তবে প্রথমজন প্রৌঢ়ত্ব পেয়ে সাফল্যের দ্বিতীয় কেরিয়ারে ফিরেছেন রকেটের গতিতে। তাঁর এই অভিভাবকসুলভ সত্তাটা আমজনতা শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তার প্রতিফলন ঘটছে তাঁর একের পর এক এনডোর্সমেন্টে। অন্যদিকে শাহরুখ খান বয়সের দোরগোড়ায় এসে অভিভাবক হতে পারছেন না, উলটে সরে যাচ্ছেন রোমান্টিক কুর্সি থেকে। ফলে এনডোর্সমেন্টে তার মারাত্মক প্রভাব পড়েই চলেছে। তৈরি হচ্ছে এক বড়োসড়ো শূন্যস্থান।

এই শীতের জোর টক্করে শাহরুখ খান বনাম বাঙালির রসগোল্লা

বাঙালি কাকে বেশি ভালোবাসে, শাহরুখ খান নাকি রসগোল্লা? এবারে তা যাচিয়ে নেওয়ার পালা। এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দুজন। শিবপ্রসাদ-নন্দিতার প্রোডাকশনের রসগোল্লা রিলিজ হচ্ছে সেদিন, যেদিন আসছেন শাহরুখ খান। তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি হতে চলেছে জিরো। এর আগে একের পর এক ছবি ফ্লপ হতে থাকায় ব্র্যান্ড শাহরুখের জনপ্রিয়তা প্রবল প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ফলে এই ছবির প্রচারে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছেন না বাদশা। স্ক্রিনের সংখ্যাও অনেক বেশি। এদিকে সেই একই দিনে ডেবিউ হচ্ছে কৌশিক-চূর্ণীর ছেলে উজানের। নায়িকা অবন্তিকা। তাঁদের রসগোল্লা মূলত রসগোল্লার প্রাণপুরুষ নবীন চন্দ্র সেনের জীবনকাহিনি। বাঙালির সেরা মিষ্টি আবিষ্কারের ১৫০ বছরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। আসছে শীত, জমবে টক্কর।

বলিউড থেকে মুখ ফিরিয়ে বিয়ে করছেন প্রিয়াঙ্কা

দীপিকা-রণবীরের লেক কোমো-র বিয়েতে তবু বলিউডের খুব ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ নিমন্ত্রিতর তালিকায় আছেন। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা চোপড়া একেবারে বলিউড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিয়ে করতে চলেছেন। টিনসেল টাউন থেকে একজন মুখও এ বিয়েতে থাকবেন না। মানে নিমন্ত্রণ পাননি। তাঁরা যা আসবেন, প্রিয়াঙ্কার রিসেপশনে। বিয়েটা একেবারে প্রাইভেট অনুষ্ঠান হিসেবেই রাখতে চাইছেন প্রিয়াঙ্কা। শোনা যাচ্ছে, নিক জোনসও নাকি বেজায় অবাক। তিনি চেয়েছিলেন, বলিউডের দু-একজন প্রতিনিধি অন্তত থাকুন। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা একেবারেই রাজি নন।

কান ধরে ক্ষমা চাইলেন দেব

কালীপুজোর আগে এ কী কাণ্ড। কান ধরে ক্ষমা চাইলেন দেব। পুজো উদ্বোধনে গিয়েছিলেন নায়ক। সেখানে ছিলেন ঊষা উত্থুপও। তাঁর নজর পড়ল দেবের জিন্সের দিকে। এ কি! এমন 'ছেঁড়া' জিন্স পরে কেউ আসে নাকি? দেব কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে, এটা স্টাইল। ঊষা উত্থুপ শুধু বকে ক্ষান্ত হলেন না, ছুঁচ-সুতো নিয়ে বসে গেলেন সেলাই করতে। দেব 'ক্ষমা' চাইলেন, এ কাজ আর করবেন না। তবে মজাও পেয়েছেন খুব। নিজেই শেয়ার করেছেন এ ঘটনা।

আলোর মাঝেই শেষ বিদায়

উৎসবের মাঝেই ছন্দপতন। ৬৩-তেই থেমে গেলেন ভজনশিল্পী বিনোদ আগরওয়াল। মঙ্গলবার মথুরার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ১৯৫৫ সালে নয়াদিল্লিতে তাঁর জন্ম। সিঙ্গাপুর, ইতালি, ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, কানাডা ইত্যাদি জায়গায় কনসার্ট করেছেন তিনি। ১৫০০-র বেশি লাইভ কনসার্টে অংশ নেন। ভজনশিল্পী হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত।

বনশালীকে 'না' প্রভাসের

প্রভাস ফিরিয়ে না দিলে এতদিনে পদ্মাবৎ-এর পর্দায় তাঁকেই দেখতে পেতেন ভক্তরা। কিন্তু পদ্মাবৎ-এর সময় বাহুবলী ২-তে শুটিং করছিলেন প্রভাস। সে সময় তাঁর কাছে রতন সিং-এর চরিত্রের জন্য অফার যায়। প্রভাস চেয়েছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি। তবে তা তো সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁরও 'না'।

মুগ্ধ আমির ঃ ক্যাটরিনা কাইফ এই গ্রহের নন, অন্য গ্রহের। নইলে তিনি অত ভালো নাচেন কী করে? থাগস অফ হিন্দোস্তান মুক্তি পেতে চলেছে, তবু শুটিংয়ের ঘোর কাটছে না আমির খানের। এর আগে ধুম থ্রি ছবিতে দুজনে কাজ করেছিলেন।

যুগলে নিমন্ত্রণ সারছেন দীপবীর

খুব কাছের বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি। সেই রীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছেন দীপিকা পাড়ুকোন আর রণবীর সিং। তাঁদের যুগলে দেখা গেল সঞ্জয় লীলা বনশালির বাড়িতে। বলতে গেলে বনশালিই তো তাঁদের প্রেমের অনুঘটক। রামলীলা ছবিটা না হলে দুজনের দেখা হত কবে, কে জানে! তাই এই নিমন্ত্রণটা সারতে যুগলে হাজির। যদিও ক্যামেরার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াননি দীপিকা। হনহনিয়ে গাড়িতে উঠে যান। তবে তাঁর হাতে ধরা ছিল পদ্মাবৎ-এ তাঁর লুকের একটা বাঁধানো ছবি। আগাম উপহারটা দিয়ে দিলেন বনশালি?

রণবীর-দীপিকাকে নিয়ে রোহিতের পোস্ট

'সিম্বা বিয়ে করছে মিনাম্মাকে। আমি তাঁদের শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিন দুজনের সুখের হোক।' ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন পরিচালক রোহিত শেঠি। তাঁর 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' ছবিতে দীপিকার নাম ছিল মিনাম্মা, 'সিম্বা' ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন রণবীর সিং। রোহিত পোস্টে রণবীরকে ছোটো ভাই বলেও উল্লেখ করেছেন! ১৪ এবং ১৫ নভেম্বর বসছে রণবীর-দীপিকার বিয়ের ঝলমলে আসর।

ফের ছোটোপর্দায় সুনীল-আলি জুটি?

বহুদিন পরে ছোটোপর্দায় ফিরতে চলেছেন কমেডিয়ান সুনীল গ্রোভার। একটি রিয়েলিটি শো-তে দেখা যাবে তাঁকে। তিনি একা নন, এই শো-তে তাঁকে সঙ্গে দেবেন তাঁর পুরোনো জুটি আলি আসগর। ২০১৯ থেকেই সম্ভবত শুরু হবে সম্প্রচার। নাম এখনও চূড়ান্ত না হলেও জানা গেছে শো-এর কনসেপ্ট জামাইবাবু-শালি! জামাইবাবুর ভূমিকায় দেখা যাবে সুনীলকে। সুদেশ লাহিড়ি এবং উপাসনা সিং-এরও এই শো-তে থাকার কথা। তবে এই শো কোনোভাবেই কপিল শর্মা শো-এর মতো হবে না। অন্যান্য শো-এর মতো এখানেও দেখা যাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলিব্রিটিদের। আসবেন সিনেমা জগতের তারকারাও। প্রচার করবেন নিজেদের সিনেমার। একসঙ্গে এতজন কমেডিয়ান, আশা করা যায় শো জমে ক্ষীর হয়ে যাবে।

জন্মদিনে নতুন লুকে ঋতুপর্ণা

সেলিব্রিটিরা যতই পাবলিক ফিগার হোন না কেন, তাঁদের নিজেদের স্পেশাল দিনগুলো একান্তেই কাটাতে চান তাঁরা। যেমন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। নিজের জন্মদিনটা বাইরের কোথাও এনগেজমেন্ট রাখেননি। একেবারে পরিবারের সঙ্গে, নিজের মতো করে কাটাচ্ছেন সিঙ্গাপুরে। তবে অনুরাগীদের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব আছে বইকি। এমনিতেও বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ভরসাযোগ্য কাঁধের সংখ্যা খুব কম। তার অন্যতম সেরা কাঁধ অবশ্যই ঋতুপর্ণা। তাই বাংলা ছবির প্রতিও তাঁর দায়িত্ব অপরিসীম। সেই কারণেই অনুরাগীদের ভোলেন না কখনো। এই জন্মদিনেই তাঁর আগামী ছবির প্রথম লুক সামনে আনলেন ঋতু।

ঋতুপর্ণার পরের ছবির নাম 'আহারে'। ছবির পরিচালক রঞ্জন ঘোষ। ইন্দো-বাংলাদেশ শিল্পীদের নিয়ে এই ছবি। একজন সাধারণ মহিলা এবং একজন সেফ, তাঁদের রেসিপি ও জীবনের স্বাদ নিয়েই তৈরি হচ্ছে এ ছবির গল্প। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের আরিফিন শুভ। আর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অমৃতা চট্টোপাধ্যায়।

নিকের কাছে পরিণীতির দাবি ৫ মিলিয়ন ডলার!

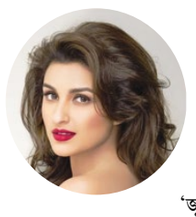

'হাম আপকে হ্যায় কৌন'-এর দৃশ্য দেখা যেতে পারে নিক-প্রিয়াঙ্কার বিয়ের আসরে। কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন নিকের সুন্দরী শ্যালিকা পরিণীতি চোপড়া। কী তাঁর পরিকল্পনা? 'জুতো চুরি করব নিকের। ফেরত পেতে হলে রকস্টার জামাইবাবুকে দিতে হবে ৫ মিলিয়ন ডলার!' জানালেন পরিণীতি। ব্যাচেলর পার্টিতে তোলা দিদি প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন পরিণীতি। সেটা দেখে নিক রসিকতা করে জানতে চান, 'পরিণীতির পাশে সুন্দরীটি কে? আলাপ করিয়ে দেওয়া যায়?' পরিণীতি উত্তরে বলেন, 'ওকে পাওয়া অত সহজ নয়। তবে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। যদি ৫ মিলিয়ন ডলার সম্পর্ক খরচা করো!' বোঝাই যাচ্ছে, জিজা-শালির বেশ জমে উঠেছে!

রোমান্টিক নওয়াজ?

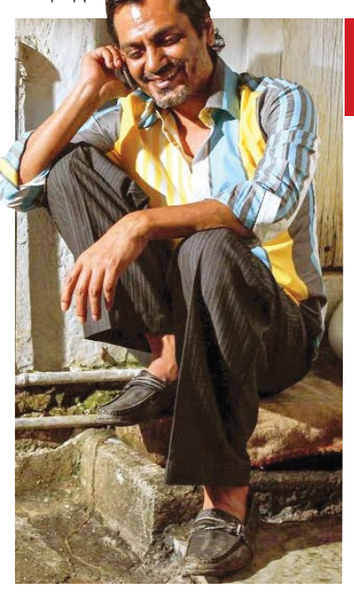

অন্যধারার ছবিতে মূলত সিরিয়াস চরিত্রেই দেখা যায় অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিকে। অন্যধারার ছবির পাশাপাশি বাণিজ্যিক ছবিতে অভিনয় করলেও, তাঁকে সাধারণত দেখা যায় ছোটোখাটো চরিত্রে। এবার অন্য পথে হাঁটার চিন্তাভাবনা করছেন তিনি। খবর, ২০১৯ সালে মুক্তি পাবে তাঁর চারটি ছবি। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই নওয়াজকে দেখা যাবে রোমান্টিক নায়ক হিসাবে! একসময় থিয়েটারে অভিনয় করতেন নওয়াজ। সিরিয়াস চরিত্রের পাশাপাশি ফাটিয়ে করেছেন কমেডিও।

নজরে পাঁচ

1 অবসাদগ্রস্ত রাধিকা

কথাটি নিজেই বলেছেন রাধিকা আপ্তে, নেহা ধুপিয়ার শো-তে। আমি পুনেয় ফিরে যেতে চাই। আমি কাজ করতে চাই কিন্তু কাউকে চিনি না, কোথায় কাজ চাইব?

2 ওয়ার্ল্ড চেঞ্জার প্রিয়াংকা চোপড়া

পিপলস ম্যাগাজিন জানিয়েছে, বিশ্বের ২৫ জন 'ওয়ার্ল্ড চেঞ্জার' মহিলাদের মধ্যে একজন এই অভিনেত্রী। ১২ বছর ধরে তিনি ইউনিসেফ-এর গুডউইল অ্যাম্বাসাডর হয়ে মুম্বাই এবং জামাইকায় কাজ করছেন।

3 শাহরুখের জন্য ঋতেশ

ডিসেম্বরের ২১ শাহরুখের জিরো আর ঋতেশ দেশমুখের মারাঠি ছবি মউলি-র রিলিজ ডেট ছিল। জিরো-র জন্য মউলি-র রিলিজ পিছিয়ে দিয়েছেন ঋতেশ।

4 করণ-অজয়ের ভাব, পিছনে কাজল?

গত বছর দিওয়ালিতে করণ জোহরের ছবির সঙ্গে নিজের ছবি রিলিজ নিয়ে অশান্তি হয় অজয় দেবগনের। ঝগড়ায় যোগ দেন কাজলও। শোনা যাচ্ছে কাজলের চেষ্টায় করণ-অজয় ভাব হয়েছে। দুজন যাবেন করণের শো-তে।

5 বায়োপিকে জ্যাকলিন

২৩ বছরের ভারতীয় সাইক্লিস্ট দেবোরাহ হেরল্ড-এর বায়োপিকের নামভূমিকায় থাকবেন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। আন্তর্জাতিক স্তরে হেরল্ড আছেন ছ নম্বরে।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়,শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha